ঝিনাইদহে কৃষকের মাঝে বিনামুল্যে সার ও বীজ বিতরণ

ঝিনাইদহে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় ১৫’শ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামুল্যে সার ও বীজ বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল বুধবার সকালে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে কৃষি অফিসের পক্ষ থেকে এ প্রণোদনা বিতরণ করা হয়।
এসময় সদর উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা কৃষক-কৃষাণীদের হাতে সার ও বীজ তুলে দেন জেলা প্রশাসক মজিবর রহমান।
অনুষ্ঠানে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আজগর আলী, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. আব্দুর রশিদ, নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম শাহিন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আরতী দত্ত, কৃষি কর্মকর্তা জাহিদুল করিম, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা জুনায়েদ হাবীব, ইমদাদুল হাসানসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।
সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জাহিদুল করিম জানান, চলতি খরিপ মৌসুমে আউশ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৫’শ কৃষকের প্রত্যেককে ৫ কেজি ব্রী ধানের বীজ ও ৩০ কেজি রাসায়নিক সার প্রদাণ করা হয়েছে।

অভিযোগ সাব-রেজিস্টার অভিজিত করের বিরুদ্ধে

অতিরিক্ত ২ হাজার টাকা না দিলে দলিলে স্বাক্ষর করেন না মুজিবনগর উপজেলার সব রেজিস্টার অভিজিত কর।
এমন অভিযোগ এনে গতকাল বুধবার দিনব্যাপী কলম বিরতি পালন করেন মুজিবনগর সাবরেজিস্টার অফিসের দলিল লেখকরা। তাদের অভিযোগ দলিল প্রতি অতিরিক্ত ২ হাজার টাকা না দিলে দলিলে স্বাক্ষর করেন না সাব রেজিষ্ট্রার।
এছাড়াও লকডাউনের কারণে সাব রেজিস্টারের জায়গায় অফিসের অফিস সহকারী স্বাক্ষর করে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে। যেখানে বলা হয়েছে দিনে ২০টি করে দলিল স্বাক্ষর করা হবে। তবে বৃহস্পতিবার দুপুর ২

টা পর্যন্ত ৫টি মাত্র দলিলে স্বাক্ষর করেন সাব রেজিস্টার অভিজিত কর। এ নিয়ে দলিল লেখকদের সাথে তার কথাকাটিও হয়।
দলিল লেখক রকিবুল, জামিরুল, সাইফুল ও শহিদুল জানান, সাব রেজিস্টারের কাছে দলিলে স্বাক্ষর করতে গেলে তিনি আমাদেরকে বলেন, দলিল প্রতি ২ হাজার টাকা না দিলে স্বাক্ষর করবো না। দুপুর ২ টা পর্যন্ত মাত্র ৫ টি দলিল করার পর বাকি দলিলগুলো টাকা ছাড়া না সাক্ষর করায় কলম বিরতি নেওয়ার এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
দলিল লেখক সমিতির সভাপতি আফাজ উদ্দীন জানান, আমার দলিল নিয়ে তিনার কাছে স্বাক্ষর করাতে গেলে তিনি বলেন ২ হাজার টাকা করে দিতে। কিন্তু আমরা টাকা দিতে রাজি না হলে তিনি দলিল রেখে চলে যান।
সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম জানান, তিনি আমাদের সাথে প্রতিনিয়ত এরকম করতে থাকেন। আজকেও তিনি টাকা দেয়ার বিষয়ে আমাদের চাপ দিতে থাকেন। আমরা টাকা না দেয়ায় তিনি স্বাক্ষর করেন না। তাই আমরা শেষ মেষ কলম বিরতির এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলাম।
দলিল লেখকদের এমন অভিযোগ অস্বীকার করে সাব রেজিস্টার বলেন, আমি দলিলে স্বাক্ষর করার বিষয়ে কোন টাকা চাইনি। সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী সিমীত আকারে জরুরী দলিল ছাড়া বাড়তি কোন দলিল না করতে চাওয়ায় তারা এমন অভিযোগ করেছে।

তিন কন্যা সন্তান ফিরে পেলো তার পিতা মাতা কে

মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের মোঃ রঞ্জিত আলীর ছেলে মোঃ সাইফুল ইসলাম এবং গোপালনগর গ্রামের মোঃ জান্নাত আলীর মেয়ে মোছাঃ ময়না খাতুনের সাথে গত ১৪ বৎসর আগে সামাজিক ভাবে বিবাহ হয়।

বিবাহিত জীবনে মোঃ সাইফুল ইসলাম এবং মোছাঃ ময়না খাতুনের সংসার জীবনে কোল আলো করে আসে ফুট ফুটে তিনটা সন্তান। মোঃ সাইফুল ইসলাম বিবাহের কয়েক বছরের মধ্যে বিদেশ চলে যাই, বিদেশে যাওয়ার সময় ০২ দুইটা সন্তানকে রেখে যাই, মোঃ সাইফুল ইসলাম বিদেশে যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যে ডাকাত দলের খপ্পরে পড়ে এবং তাদের হাতে

জিম্মি হয়।

পরবর্তিতে বাড়িতে ফোন দিয়ে চাঁদা চাই এবং প্রচুর মারধর করে শরিরের বিভিন্ন স্থানে জখম করে দেই দস্যু দলের লোকেরা। পরবর্তিতে মোঃ সাইফুল ইসলাম দেশে ফিরে বাড়িতে এসে কোনো ধরনের কাজ করতে পারে না। বাড়ি আসার পর মোঃ সাইফুল ইসলাম ও মোছাঃ ময়না খাতুনের এর আরেকটি সন্তান জন্ম গ্রহণ করে এভাবে কিছুদিন যেতে যেতে মোঃ সাইফুল ইসলাম কাজ কাম ঠিক মতো করতে পারতো না বলে সংসারে অশান্তি সৃষ্টি হতে থাকে এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই উভয় পক্ষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ও জেদের কারণে ভেঙেই যাচ্ছিল তাদের পাতানো সংসার। মোছাঃ ময়না খাতুন ও তার সন্তানদের কে নিয়ে মায়ের বাড়ি চলে যাই।

এমতাবস্থায় সাইফুল ইসলাম ও তার পরিবারের লোকজন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এ অভিযোগ দায়ের করে। যার প্রেক্ষিতে মউক তাঁদের আইন সহায়তার সেল (সোহার্দ্য) ইউনিট থেকে সাইফুল ও ময়নার পরিবারকে বিভিন্ন ভাবে কাউন্সিলিং করলে এবং এক পর্যায়ে বোঝাতে সক্ষম হয়। গত মঙ্গলবার পক্ষদ্বয়কে নিয়ে সালিশ বৈঠকের মাধ্যমে বিভিন্ন শর্ত সাপেক্ষে স্থানীয় প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে মোঃ সাইফুল ইসলাম ও মোছাঃ ময়না খাতুন কে সংসারে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়। সালিশটি পরিচালনা করেন মউকের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোছাঃ কাজল রেখা এবং মোঃ আশিকুজ্জামান আকাশ।

মেহেরপুরে নতুন করে ৭ জন করোনায় আক্রান্ত

সারাদেশের ন্যায় মেহেরপুর জেলায় প্রতিদিনই বাড়ছে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস রোগী। জেলায় আবারোও নতুন করে ৭ জনের করোনাভাইরাসে আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে।
গতকাল বুধবার মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন জানান, জেলায় গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৭ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলার ৪ জন ও গাংনী উপজেলার ৩ জন।

এ নিয়ে জেলায় মোট করোনা রোগী সংখ্যা দাঁড়াল বর্তমানে ৪৬ জন। এর মধ্যে সদর উপজেলার ৩১ জন, গাংনী উপজেলার ১৩ জন ও মুজিবনগর উপজেলার ২ জন ।
এ নিয়ে মেহেরপুর জেলায় সর্বমোট প্রাপ্ত রিপোর্ট সংখ্যা ৬ হাজার ২’শ ১৪ টি। এদের মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৭’শ জন এবং মৃত্যুবরণ করেছে ১৭ জন। এ সকল রিপোর্ট কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে দেওয়া হয় ।
ভিন্নসূত্রে পাওয়া পজিটিভদের পরিচয় মেহেরপুর সদর হসপিটালের নার্স আম্বিয়া খাতুন, বুড়িপোতার চাঁদ আলি, গোভিপুরের সাজেদুন্নেছা, কালি গাংনীর গার্জেল, গাংনী উপজেলা চৌগাছার নিনা (৪১), গোলাম কিবরিয়া (৪৬), রাসেল রানা (২৯) ।

ঝিনাইদহে কৃষকের মাঝে বিনামুল্যে সার ও বীজ বিতরণ

ঝিনাইদহে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় ১৫’শ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামুল্যে সার ও বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার সকালে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে কৃষি অফিসের পক্ষ থেকে এ প্রণোদনা বিতরণ করা হয়।

এসময় সদর উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা কৃষক-কৃষাণীদের হাতে সার ও বীজ তুলে দেন জেলা প্রশাসক মজিবর রহমান।

অনুষ্ঠানে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আজগর আলী, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. আব্দুর রশিদ, নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম শাহিন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আরতী দত্ত, কৃষি কর্মকর্তা জাহিদুল করিম, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা জুনায়েদ হাবীব, ইমদাদুল হাসানসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে প্রতারক বুরহান উদ্দিন গ্রেফতার

ঝিনাইদহে ভালোবাসার ফাঁদ পেতে এক নারী উন্নয়ন কর্মীকে বিয়ে করে তার কাছ থেকে ১১ লাখ টাকা আত্মসাৎ করার অপরাধে বুরহান উদ্দিনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

প্রতারণা ও নির্যাতনের শিকার নাজনীন সুলতানা বাদী হয়ে ঝিনাইদহ সদর থানায় মামলা দায়ের করলে গত মঙ্গলবার তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।
গ্রেফতারকৃত প্রতারক বুরহান উদ্দিন উপজেলার কালীচরণপুর গ্রামের মৃত আব্দুর রশিদের ছেলে।

নাজনীন সুলতানা জানান, ২০২০ সালের ১৭ মার্চ প্রেমের ফাঁদে ফেলে তাকে বিয়ে করে বুরহান উদ্দিন। বিয়ের পর কিছুদিন তাদের সম্পর্ক ভালো ছিল।

শহরের হামদহ ঘোষপাড়ায় বাসা ভাড়া নিয়ে বসবাস করে আসছিলেন। নানা ভাবে নাজনীনকে ভুলিয়ে তার কাছে থাকা প্রায় ১১ লাখ টাকা হাতিয়ে নেন বুরহান।

স্ত্রী নাজনীনের টাকা নিয়ে শহরের মুন্সী মার্কেটে এআর বস্ত্র বিতান নামের একটি দোকানও চালাচ্ছেন বুরহান। টাকা নেওয়ার পর আরও টাকা দাবী করেন বুরহান। টাকা দিতে না পারলে নাজনীনকে নানা ভাবে নির্যাতন শুরু করেন। টাকা না দিলে গত ১৬ মার্চ তাকে মারধর করেন বুরহান।

উপায় না পেয়ে নাজনীন সুলতানা বাদী হয়ে বুরহান উদ্দিনসহ ৩ জনকে আসামী করে সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

নাজনীন সুলতানা বলেন, মামলা দায়েরের পর প্রধান আসামীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

গুরুতর অসুস্থ নূর এ আলম সিদ্দিকী

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি, ৬ দফা, ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম সংগঠক নুর এ আলম সিদ্দিকী গুরুতর অসুস্থ। চিকিৎসার জন্য তাকে বুধবার থাইল্যান্ড নেওয়া হচ্ছে বলে পরিবার জানিয়েছে।

নূরে আলম সিদ্দিকীর ছোট ভাই বাসের আলম সিদ্দিকী জানিয়েছেন, তার বড় ভাই এক সপ্তাহ ধরে বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছেন। ডায়বেটিস, হার্টের সমস্যাসহ বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা রয়েছে তার।

নূর এ আলম সিদ্দিকী মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও মুজিব বাহিনীর নেতা ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিপিও ছিলেন। তিনি যশোর-২ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। নূরে আলম সিদ্দিকীর বড় ছেলে তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য।

আলমডাঙ্গায় আন্তঃজেলা চোর চক্রের সক্রিয় ৬ সদস্য আটক

গরু চুরি করে পাচারের সময় আলমডাঙ্গায় আন্তঃজেলা গরু চোর চক্রের সক্রিয় ৬ সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ।

বুধবার ভোর সাড়ে ৪ টার দিকে পুলিশ মুন্সিগঞ্জ রেল গেইট এলাকা থেকে তাদের আটক করে।

এ ঘটনায় তিনটি গরু ও চুরির কাজে ব্যবহৃত একটি ট্রাক উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ। এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় চুরি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

জানাগেছে, আন্তঃজেলা চোর চক্রের ৬ সদস্যরা কুষ্টিয়া জেলা শহরের বটতৈল এলাকা থেকে চুরিকৃত ৩ টি গরু ট্রাক তোলে। ট্রাক যোগে

জীবননগরের মহেষপুর গ্রামে পৌঁছে দিতে আলমডাঙ্গা উপজেলাধীন ডাউকি ইউনিয়নের বাদেমাজু গ্রামের নজরুল মন্ডলের ছেলে ফারুকের সাথে যোগাযোগ করে।

ফারুক চুয়াডাঙ্গা শহরের তানজিল হোসেনের ঢাকা মেট্রো -ট ২০-৯৭১৯ নম্বর ট্রাকে সে দীর্ঘদিন ভাড়ায় চালায়।

কুষ্টিয়া টু মহেষপুর ট্রাক ভাড়া ৮ হাজার টাকা। অতিরিক্ত ৪ হাজার টাকা বাড়িয়ে ১২ হাজার টাকার বিনিময়ে মালিকের অনুপস্থিতিতে রাত সাড়ে ৩ টার দিকে কুষ্টিয়া শহর থেকে চোরাই গরু তোলে গাড়িতে।

ট্রাক যোগে চোরাই গরু পাঁচার কালে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের নিকট চোরাই গরু পাচারের গোপন সংবাদ আসে। এসময় পৌর এলাকার বন্ডবিলের নিকট পেট্রল ডিউটিতে চেকপোস্ট বসায় থানা পুলিশ।

রাত সাড়ে ৪ টার দিকে পুলিশ ওই ট্রাকে সিগনাল দিলে তারা দ্রুত পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পুলিশও ট্রাকের পিছু ধাওয়া করে।

এ সময় আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ কৌশল অবলম্বন করে। ফোনে মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়ি পুলিশের সহযোগীতায় রেল লাইনের গেইট ফেলে দেয়।

আলমডাঙ্গা থানা ও মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়ি পুলিশ ট্রাকটিকে ঘিরে ফেলে। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে তারা দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

ধাওয়া করে পুলিশ ট্রাক ড্রাইভারসহ ৬ জনকে আটক করে। আটককৃত ব্যাক্তিরা হলো- আলমডাঙ্গা উপজেলার বাদেমাজু গ্রামের ফারুক হোসেন, নাগদা গ্রামের বিপ্লব, কাবিলনগর গ্রামের জকিম উদ্দিন, দামুড়হুদা উপজেলা শাহিন আলী, সদর উপজেলার নফরকান্দি গ্রামের আলিম হোসেন ও মোমিনপুর গ্রামের সোহাগ আলী।
তাদের বিরুদ্ধের চুরি সম্পর্কিত আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। বুধবার দুপুরে সংশ্লিষ্ট মামলায় জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানার ওসি আলমঙ্গীর কবির বলেন, আমরা সংবাদ পেয়ে রাতে বন্ডবিল এলাকায় পুলিশি অভিযান পরিচালনা করি। তারা পুলিশ দেখে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে ধাওয়া করে তাদের আটক করা হয়।

গাংনীতে ব্যবসায়ীদের হালখাতায় মন্দাভাব

মেহেরপুরের গাংনীর বামন্দী বাজারের ঔতিহ্যবাহী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আমজাদ গ্লাস হাউজ। নগদ বিক্রির পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যবসায়িদের কাছে বাকিতে বিক্রি করেন মালামাল। গেল বছরে তিন সহস্রাধিক খুচরা ব্যবসায়ি ও ব্যাক্তির কাছে বাকি পড়েছে অন্ততঃ সাড়ে তিন কোটি টাকা। হালখাতার দিন ধার্য করার পর করোনা ও লকডাউনের কারণে কোন ব্যবসায়ি আসেনি হালখাতায়। গেল বছরেও একই অবস্থা ছিল তার। গত বারের মতো এবার ও হালখাতায় টাকা না ওঠায় মহাজনদের টাকা পরিশোধ করতে পারবেন না তিনি। ফলে ব্যবসায়ীক লেনদেনে ভাটা পড়বে। একই সাথে হালখাতা উৎসব এবার ম্লান হতে চলেছে। শুধু আমজাদ গ্লাস হাউজ নয়, তার মতো বহু ব্যবসায়ির কপালে পড়েছে চিন্তার ভাজ। নিজেদের হালখাতা মন্দা হওয়ায় মহাজনদের দেয়া হালখাতার বাকি পরিশোধ করতে পারবেন না তারা। বকেয়াকারিরা বকেয়া পরিশোধ না করতে পারাই ব্যাবসায়ীরা নিচ্ছেন নানা কৌশল। হালখাতার দিন সকাল থেকে শুরু করছেন মাইকিং,বাড়ি বাড়ি পৌছে দিচ্ছেন মিস্টির প্যাকেট।

পাবনা শাড়ি হাউজের স্বত্তাধিকারী আব্দুস সাত্তার জানান, বিভিন্ন ব্যবসায়ি ও সাধারণ খরিদ্দারের কাছে নগদ ও বাকিতে বিক্রি করেন। পাঁচ শতাধিক লোকের কাছে অন্ততঃ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। ইতোমধ্যে কার্ড বিতরণ করা হয়। লকডাউনের অজুহাতে কেউ আসেনি। মাত্র ২৫ জন হালখাতায় অংশ নিয়েছেন।

গাংনীর পাত্র জুয়েলার্সের মালিক শুসান্ত পাত্র জানান, প্রায় কোটি টাকা বাকি পড়েছে। গত সোমবার ও মঙ্গলবার হালখাতায় মাত্র দেড় লাখ টাকা উঠেছে। করোনা আর লকডাউনের অজুহাতে কেউ আসতে চাইছে না। মহাজনদের কাছে কি জবাব দিতে হবে তা ভেবে পাচ্ছেন না তিনি।

হেমায়েতপুর গ্রামের হযরত আলী জানান, তার কাছে বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ি হালখাতার কার্ড দিয়েছেন। কিন্তু ফসল নিয়ে কোন জায়গায় যেতে পারছেন না তিনি। বেচা বিক্রিও নেই। তাই এবার হালখাতা পরিশোধ করতে পারবেন না। একই কথা জানান মাছ চাষি যুগির গোফা

গ্রামের আবু বকর। তিনি আরো জানান, মাছ বিক্রি করেন ঝিনাইদহ ও চুয়াডাঙ্গা এলাকায়। করোনা ও লকডাউনের কারণে মাছ নিয়ে আড়তে যেতে পারছেন না। মাছ বিক্রি করতে না পারায় এবার সবার হালখাতা করতে পারবেন না তিনি।

গাংনীর নওপাড়া বাজারের বস্ত্র ব্যবসায়ী মওলুদের দোকানে গেলে তিনি জানান, খরিদ্দাররা বাকি নিয়ে যায়। বছর পেরিয়ে গেলেও টাকা দিতে চাইনা। এজন্য আমরা প্রতিবছরই পহেলা বৈশাখে হাল খাতা করি। এবারও করবো। হালখাতার কার্ড বাড়ি বাড়ি এক সপ্তাহ আগে পৌছে দিয়ে আসি। অনেকেই বলে মনে নেই। তাই বিকল্প হিসেবে মাইকিং এর ব্যাবস্থা রয়েছে। তাতেও না হলে বাড়ি বাড়ি মিস্টির প্যাকেট পৌছে দিয়ে আসলে কিছু টাকা আদায় হয়।
গাংনী মহিলা কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষক রমজান আলী জানান, হালখাতা হচ্ছে পুরোনো হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে হালনাগাদ করার প্রক্রিয়া। বছরের প্রথমে ব্যবসায়ীরা তাদের দেনা- পাওনার হিসাব সমন্বয় করে এদিন হিসাবের নতুন খাতা খোলেন। এ উপলক্ষ্যে গ্রাহকদের মিস্টিমুখ করান ও নতুন করে ব্যবসায়িক যোগসূত্র স্থাপন করেন। গ্রাহকরাও তাদের সামর্থ অনুযায়ী পুরোনো দেনা শোধ করে দেন। মোঘল সম্রাটের আমল থেকে এ প্রথার প্রচলন।

গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি মাহাবুর রহমান স্বপন জানান, ঐতিহ্য রক্ষার জন্যই মূলত বাংলা বছরের ১ বৈশাখ হালখাতা উদযাপন করা হয়। কিন্তু করোনা ও রমজান মাস আগেই শুরু হওয়ায় ব্যবসায়িরা আগেভাগেই হালখাতার তারিখ নির্ধারণ করেন। ইতোমধ্যেই সিংহভাগ ব্যবসায়ি তাদের ফড়িয়া ও বিশেষ খরিদ্দারদের কাছে কার্ড বিতরণ করেছেন। অনেকেই করোনা ও লকডাউনের অজুহাতে হালখাতামুখি হবেন না। এতে ব্যবসায়িরা ক্ষতির সম্মুখিন হবেন।

ব্রাজিলে একদিনে করোনায় রেকর্ড ৪২১১ জনের মৃত্যু

ব্রাজিলে প্রথমবারের মতো ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ড চার হাজার ২১১ জনের